রসুলের দেশে

ইবরাহীম খাঁ

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **খ্রিষ্টীয় কত শতাব্দীতে আরবে অন্ধকার বিরাজ করত?**
● ৬ষ্ঠ ⓖ ৭ম ⓖ ৮ম ⓘ ৯ম

২. **জেদ্দা হতে মদিনা যেতে হাওয়াই জাহাজে কতক্ষণ সময় লাগে?**
ⓚ দুই দিন ⓚ দুই ঘণ্টা
● দেড় ঘণ্টা ⓘ ১২ দিন

৩. **আব্দুল আজিজকে হত্যা করা হয়, কারণ তিনি–**
ⓚ বেদুঈনদের ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন
● মক্কার মাজারগুলোকে ভেঙে ফেলেছিলেন
ⓖ শিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন
ⓘ রিয়াদের শাসনকর্তার সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন

৪. **'আঁধার' শব্দের অর্থ কোনটি?**
ⓚ পাত্র ⓚ মাছের খাদ্য
ⓖ ধার করা ● অন্ধকার

৫. **মুহাম্মদ (স.) কে মরুসূর্য বলা হয়েছে, কারণ তিনি–**
ⓚ ইসলামের প্রবর্তক ● নতুন সভ্যতার জনক ⓖ বেদুঈনদের শত্রব

৬. **সৌদি আরবে সুলতান আবদুল আজিজের অবদান কোনটি?**
ⓚ সাধারণ নাগরিকদের কর মওকুফ করা
● যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো
ⓖ নাগরিকদের জন্য মশারির ব্যবস্থা করা
ⓘ রাস্তার পাশ পাথর দিয়ে সাজানো

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ মরবভূমিতে প্রদীপ্ত আলোর নিশানা নিয়ে উদ্ভাসিত মুহাম্মদ (স.)

''খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অন্ধকার, বল্গাহীন অনাচার আর জুলুম। এমন সময় মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মরুসূর্য মুহাম্মদ (স.)।''

ক. কোন সময় আরবের বুকে অন্ধকার বিরাজ করত?
খ. ভয়াবহ অন্ধকার বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে?
গ. মানব মুক্তির জন্য রসুল (স.) যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তার বর্ণনা দাও।
ঘ. রসুল (স) কে লেখক কেন 'মরুসূর্য' উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন তা বিশ্লেষণ কর

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে অন্ধকার বিরাজ করত।

খ ভয়াবহ অন্ধকার বলতে ইসলাম–পূর্ব যুগে আরবে যে অজ্ঞতার অন্ধকার বিরাজ করছিল তাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।
ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মানুষে মানুষে ছিল চরম রেষারেষি। ধর্মের প্রতি মন ছিল না, তখন সমাজে নানা রকম পাপাচার বিরাজ করত। সে সময়টিকে বোঝাতে ভয়াবহ অন্ধকার শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ মানবমুক্তির জন্য রসুল (স.) আলরাহতায়ালা প্রদর্শিত সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করেছিলেন।
রসুল (স.) সত্য ও ন্যায়ের পথে সবাইকে চলার আহ্বান জানান। আরববাসীকে বিভিন্ন অরাজক পরিস্থিতি (যেমন : মদ, জুয়া ও মূর্তিপূজা) থেকে বেরিয়ে এসে মানবতার পথে চলার আহ্বান জানান। মানবতাকে পদদলিত করে মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। হানাহানি, মারামারি বাদ দিয়ে এক আলরাহর ইবাদত করা এবং সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মানবমুক্তি সম্ভব। তিনি ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদকল্পে মুখ্য ভূমিকা রাখেন এবং নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সবাইকে অনুরোধ করেন।
হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবি। মানবমুক্তির বার্তা নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি আলরাহতায়ালার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের বাণী বিলিয়ে দিয়ে জগদ্বাসীকে আলোর সন্ধান দেন।

ঘ প্রদীপ্ত আলোর নিশানা হাতে নিয়ে মুহাম্মদ (স.) মরবভূমির দেশে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন বলে তাকে লেখক 'মরুসূর্য' উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন।
খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে ভয়াবহ অজ্ঞতার অন্ধকার, বল্গাহীন অনাচার আর জুলুম নির্যাতন চলতে থাকে। শান্তি বলতে কিছুই ছিল না। সবাই যেন সবার শত্রবতে পরিণত হয়েছিল। এমন অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (স.) মুক্তির বাণী নিয়ে আসলেন। তাঁর নিয়ে আসা নতুন আলোর পরশে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত জ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠল। দিকে দিকে গড়ে উঠল নতুন নতুন জাতি, নতুন নতুন সভ্যতা।
রাসুলের আগমনের পূর্বে সমস্ত আরবদেশ ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা। অরাজকতার অন্ধকারে ডুবে ছিল গোটা আরব জাতি। বিশ্বনবির আবির্ভাবে কেটে গেল সেই অন্ধকার। অন্ধকার সেই মরবভূমিতে যেন মরবর সূর্য উদিত হলো। ইসলামের সৌন্দর্যে আলোকিত হলো আরব সমাজ।
ইসলামের এ সৌন্দর্য দ্বারা মহানবি (স.) আরবের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আরবভূমি নতুন আলোর কিরণে আলোকিত হয়ে উঠেছিল বলেই লেখক মহানবি (স) কে 'মরুসূর্য' উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রশ্ন– ২ আরবের পুনর্জাগরণকারী মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব

মহানবির মৃত্যুর পর আরব দেশ পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে একজন ধর্ম সংস্কারকের। তার মতে, "ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য আরবদের প্রকৃত অর্থে ধর্মে ফিরে আসতে হবে। ১৮৫০ সালে এটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি তার জন্মভূমিতে ফিরে আসেন।"

ক. কখন আরব পুনরায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়?
খ. ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণ বলতে কী বোঝায়?
গ. ধর্ম–সংস্কারকের মতে মহানবির মৃত্যুর পর আরব আরবদের করণীয় কী ছিল?
ঘ. মানুষকে ধর্মে ফিরিয়ে আনতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স.)–এর মৃত্যুর পর আরব দেশ পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

খ ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো কিছু পুনরায় জাগরিত করার অর্থ হলো পুনর্জাগরণ।
মহানবি (স.)–এর আবির্ভাবের ফলে আরবে ইসলামের সুবাতাস বয়েছিল। মহানবি (স.)–এর মৃত্যুর পর ইসলামের সেই আদর্শকে ধরে রাখার জন্য যে বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল তাকেই ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণ বলা হয়েছে।

গ ধর্ম–সংস্কারকের মতে মহানবি (স.) এর মৃত্যুর পর আরবদের করণীয় ছিল ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

মহানবি (স.)–এর মৃত্যুর পর আরবদের মাঝে আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছিল। ইসলামের সত্য আদর্শ ভুলে তারা ভুল পথে চলতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনে। এমনি এক সময় আবির্ভাব ঘটে একজন ধর্ম–সংস্কারকের, তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব। তাঁর মতে, মহানবি (স.) মৃত্যুর পর আরবদের উচিত ছিল সর্বপ্রকার বাজে চিন্তা–ভাবনা বাদ দিয়ে প্রকৃত ধর্মকে অনুসরণ করা এবং ধর্মীয় দিকগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূ পে গচ্ছিত রাখা।

মহানবি যে আদর্শের চর্চা করে অন্ধকার আরব সমাজে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন, আরববাসীদের উচিত ছিল সেই আদর্শেরই চর্চা অব্যাহত রেখে শান্তির ধারা বজায় রাখা। কেননা কেবল রাসুলের রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণেই আরব জাতির মুক্তি সম্ভব।

ঘ মানুষকে ধর্মে ফিরিয়ে আনতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবের ভূমিকা অপরিসীম।

মহানবি (স.)–এর মৃত্যুর পর আরবের মানুষের মাঝে ধর্মীয় ভাব লোপ পায়। ঠিক এমন সময় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব মুসলমানদেরকে তাদের স্বধর্মে ফিরে এসে পুনর্জীবন লাভ করতে বলেন। এদিকে আযাইনার আমির আবদুল ওহ্হাবকে আপদ মনে করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল।

আব্দুল ওহ্হাব নিজ ভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে দারিয়ার উদার হৃদয়বান আমির ইব্নে সউদের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে তাঁর আহ্বানে দলে দলে বেদুঈন এসে তাঁর এই সংস্কারপন্থি ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল এবং নতুন নতুন সংস্কারের জন্য পাগল হয়ে উঠল। এদিকে মুহম্মদ ইব্নে সউদও তাঁদের সমর শিক্ষায় নিপুণ করে তুলতে লাগলেন। মানুষকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনতে মুহাম্মদ আব্দুল ওহ্হাবের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত।

মহানবির বাণী ছিল এই যে, "তোমাদের যাদের কাছে আমার একটি বাণী জমা আছে তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। আমি শেষ নবি– আমার পর আর কোনো নবি আসবে না। সুতরাং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ তোমাদেরই করতে হবে।" বিদায় হজের এ শিৰাকে গ্রহণ করে আব্দুল ওহ্হাব মানুষকে ধর্মে ফিরিয়ে আনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ লেখক পরিচিতি ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ইবরাহীম খাঁ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৮৭০ খ ১৮৭৫ গ ১৮৮০ ● ১৮৮৪

২. কোন জেলায় ইবরাহীম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ময়মনসিংহ খ দিনাজপুর গ ঢাকা ● টাঙ্গাইল

৩. ইবরাহীম খাঁ কোন কলেজে অধ্যবের দায়িত্ব পালন করেন? (জ্ঞান)
ক টাঙ্গাইল গার্লস কলেজ ● করটিয়া সা'দত কলেজ
গ সিদ্ধেশ্বরী স্কুল এন্ড কলেজ ঘ নটরডেম কলেজ

৪. ইবরাহীম খাঁ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯২০ খ ১৯২৫ গ ১৯৩০ ● ১৯৭৬

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. ইবরাহীম খাঁ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে– (অনুধাবন)
i. এম.এ পাস করেন
ii. বি.এল পাস করেন
iii. ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. সাহিত্যের যে শাখায় বিচরণ করে ইবরাহীম খাঁ খ্যাতি অর্জন করেন– (অনুধাবন)
i. ছোট গল্প ii. রম্যরচনা
iii. মহাকাব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ মূলপাঠ ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭. কীসের ছবি মনের চোখে ভেসে উঠল? (জ্ঞান)
ক জেদ্দার ছবি খ শৈশবের ছবি ● আরবের ছবি ঘ ব্যাবিলনের ছবি

৮. আরব কোন জাতিসমূহের লালনভূমি? (জ্ঞান)
ক মিলিশিয়া খ বেদুঈন গ নিগ্রো ● সেমিটিক

৯. মুহাম্মদ (স.)–এর আবির্ভাব ঘটে কোন শতাব্দীতে? (জ্ঞান)
ক ৫ম ● ৬ষ্ঠ গ ৭ম ঘ ৮ম

১০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব অধ্যয়ন শেষ করে কত সালে জন্মভূমিতে ফিরে এসেছিলেন? (জ্ঞান)
● ১৮৫০ খ ১৮৩০ গ ১৮৬০ ঘ ১৮৯৩

১১. আব্দুল আজিজ কত সালে তায়েফ, মক্কা ও মদিনা দখল করেন? [মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাব. ইনস্টিটিউট]
ক ১৯১৭ সালে খ ১৯২৭ সালে ● ১৯২৫ সালে ঘ ১৮৫০ সালে

১২. মোটরবাসে জেদ্দা থেকে মদিনা যেতে কত সময় লাগে? (জ্ঞান)
ক ১৪ দিন খ ৮ দিন গ ২ ঘণ্টা ● ২ দিন

১৩. কে আব্দুল আজিজকে হত্যা করেছিলেন? (জ্ঞান)
● একজন শিয়া খ একজন সুন্নি গ একজন তুর্কি ঘ একজন আরব

১৪. আব্দুল আজিজের প্রচন্ড আক্রমণে কার সৈন্য টিকতে পারেনি? (জ্ঞান)
ক আব্দুল ওহাবের খ ইবনে সউদের ● শরীফ হোসেনের ঘ খালুদিলের

১৫. শাহাজাদা আব্দুল আজিজ কোথায় নির্বাসিত ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আরবে খ ইরাকে
● কুয়েতে ঘ ইরানে

১৬. 'দুনিয়ার ঘরেও আর ফিরে যায় না'–এ বাক্যে কী ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ক আরবদের কথা খ মার্কিনিদের কথা
গ তুর্কিদের কথা ● হজযাত্রীদের কথা

১৭. 'যা ইসলামের বিরোধী– তার সাথে কোনো আপোস নেই, কারণ সে আপোসের পরিণাম জাতির অধঃপতন'– এখানে আবদুল ওহাবের কোন মনোভাব ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ক দুঃখ ● হতাশা গ আনন্দ ঘ উপহাস

১৮. বর্তমানে আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান)
হজ উপলক্ষে আয় খ সোনা গ গ্যাস ● তেল

১৯. মরুসূর্য বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ক আব্দুল ওহ্হাবকে ● হযরত মুহাম্মদ (স.) কে
গ আবদুল আজিজকে ঘ ইবনে সউদকে

২০. পতনের যুগ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক ধ্বংসকালীন সময় ● পতনকালীন সময়
গ অসময়কালীন ঘ বিপদকালীন সময়

২১. মুহম্মদ ইবনে সউদ আরববাসীদের কীভাবে নিপুণ করে তুললেন? (অনুধাবন)

ক জ্ঞান দানের মাধ্যমে খ পড়ালেখার মাধ্যমে
● সমর শিক্ষার মাধ্যমে ঘ ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে

২২. আবদুল গফুর হজ করতে মক্কায় যান। সেখানে গিয়ে তার স্মৃতিতে মক্কার ইতিহাস ভেসে ওঠে– উদ্দীপকের আবদুল গফুরের সাথে 'রসুলের দেশে' ভ্রমণকাহিনির কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক আব্দুল আজিজ খ আবদুল ওহাবের
● লেখকের ঘ আমির

২৩. আমির ছিলেন বিচৰণ লোক– নিচের কোনটি 'বিচৰণ' শব্দের প্রতিশব্দ?
ক বিস্ময়কর ● বুদ্ধিমান
গ বোকা ঘ সাধক

২৪. ইসলাম বিরোধী কাজের সাথে আপস মানেই– (অনুধাবন)
জাতির উন্নতি ● জাতির অধঃপতন ধর্মের দুর্বলতা জাতির দুর্বলতা

২৫. সমর শিক্ষার সুফল কোনটি? (জ্ঞান)
ক রাজ্য লাভ খ শক্তি অর্জন ● যুদ্ধ জয় ঘ ধর্ম প্রতিষ্ঠা

২৬. কত সালে আব্দুল আজিজ ও শরীফ হোসেনের মধ্যে যুদ্ধ হয়? (জ্ঞান)
● ১৯১৭ খ ১৯২০ গ ১৯২৫ ঘ ১৯৩০

২৭. মুসলমানদের পুনর্জীবন লাভের একমাত্র পথ কোনটি? (জ্ঞান)
ক অন্যায়ের সাথে আপস ● ধর্ম পথে ফিরে যাওয়া
গ সংস্কারপন্থি হওয়া ঘ নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা

২৮. হযরত মুহাম্মদ (স.) কী নিয়ে আসেন? (জ্ঞান)
ক নতুন জাতি খ নতুন সভ্যতা গ সনাতন আদর্শ ● মুক্তির বাণী

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯. খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবে জুলুম অনাচারে পরিপূর্ণ ছিল। এই যুগকে বলা হয়– (অনুধাবন)
i. আজরাইলের সময় ii. আইয়ামে জাহেলিয়া iii. ইসলামের অধঃপতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i ও iii

৩০. শরীফীয় আমলের তুলনায় বর্তমানে সৌদি আরব সম্পর্কে প্রযোজ্য– (অনুধাবন)
i. ডাকাতের উপদ্রব নেই ii. চুরি সম্পূর্ণ বন্ধ iii. মাছির উপদ্রব নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

৩১. আবদুল আজিজ যেভাবে শক্তি বৃদ্ধি করেন– (অনুধাবন)
i. বিভিন্ন আমিরের সাথে বন্ধুত্ব করে ii. ব্রিটিশ শক্তির পৰ নিয়ে
iii. অর্থনৈতিক উন্নতি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. সৌদি আরবে প্রাপ্ত খনির মধ্যে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. তেল ii. সোনা iii. হিরা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন– [নওগাঁ জিলা স্কুল]
i. সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ii. নবি iii. রসুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মহানবি (স) এর মৃত্যুর পর আরবে অন্ধকার নেমে আসে। ঠিক সেই সময় মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক পথে নিয়ে আসতে এবং ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে আপোষ না করতে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান আন্দোলন শুরব করেন।

৩৪. অনুচ্ছেদের ধর্মপ্রাণ মুসলমান বলতে 'রসুলের দেশে' রচনার কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা যায়? (প্রয়োগ)
ক আব্দুর রহমান ● আব্দুল ওহ্হাব গ ইব্নে সউদ ঘ আবদুল আজিজ

৩৫. 'রসুলের দেশে' রচনায় উক্ত ব্যক্তি মুসলমানদের পুনরায় জাগরণের জন্য একমাত্র পথ হিসেবে কোনটির ওপর গুরবত্বারোপ করেন? (উচ্চতর দৰতা)
ক যুদ্ধ করা ● ধর্মে ফিরে যাওয়া গ নামাজ পড়া ঘ সিয়াম সাধনা করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৭১ সালে বীর বাঙালিরা পাকিস্তানের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে পাকিস্তানিরা ঠিকতে পারে না।

৩৬. অনুচ্ছেদের আলোচনা তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন রচনার সাথে মিল পরিলৰিত হয়? (প্রয়োগ)
ক কাঠের পা খ যাদুকর ● রসুলের দেশ ঘ ঋণ পরিশোধ

৩৭. অনুচ্ছেদের বক্তব্যে উক্ত রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ক ভাবের গভীরতা খ মানবতার মহিমা
গ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ● সৌদির উত্থান–পতন

➲ **শব্দার্থ ও টীকা** ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. 'চিত্ততলে' শব্দটির অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মনের নিচে ● মনের মাঝে
গ মনের অবকাশে ঘ মনের ধারণা

৩৯. যে সংস্কার করে তাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
● সংস্কারক খ সংসারক গ সংগঠক ঘ সংস্কারি

৪০. 'রণভেরী' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক যুদ্ধের আহ্বান খ যুদ্ধের প্রস্তুতি
● যুদ্ধের বাজনা ঘ যুদ্ধের সূচনা

৪১. 'মদিনা' শব্দটির অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মসজিদ খ গির্জা ● শহর ঘ রাজধানী

৪২. যিনি মানুষের জান কবজ করেন তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● আজরাইল খ মিকাঈল গ জিবরাইল ঘ ইসমাইল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. জেদ্দা হলো– (অনুধাবন)
i. সৌদি আরবের একটি শহর ii. সৌদি আরবের সামুদ্রিক বন্দর
iii. সৌদি আরবের মূল ব্যবসাবেত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৪. 'আব্দুল মালিক ছিলেন আরব দেশের অধিপতি'–এখানে 'অধিপতি' শব্দের প্রতিশব্দ হলো– (প্রয়োগ)
i. রাজা ii. প্রজা iii. বিচৰণ ব্যক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ iii ঘ i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ইসলাম সংস্কারের প্রতিফলন

নন্দীপুর এলাকার দীর্ঘদিন যাবৎ ভণ্ডামি, গোঁড়ামি, শোষণ ও নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এ এলাকার সচেতন মানুষ 'ক' মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ইসলামের মূলধারায় মানুষকে নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন শুরব করেন। এছাড়াও কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষকে শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ক. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবকে কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১
খ. জেদ্দায় গিয়ে লেখকের মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'রসুলের দেশে' গল্পের কোন ব্যক্তির সাথে উদ্দীপকের 'ক'

এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'রসুলের দেশে' গল্পের মূল সুর ইসলামের সংস্কার"– মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাবকে ইবনে সউদ আশ্রয় দিয়েছিলেন।

খ জেদ্দায় গিয়ে লেখক আবেগ আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন।

শৈশব থেকে লেখক জেদ্দার কথা শুনে এসেছেন। অবশেষে এখানে এসে লেখকের মনের জগতে জেগে উঠেছে দূর–দূরান্তের হরেক রকম রোমাঞ্চকর স্বপ্ন, কল্প–কাহিনী ও ব্যথা–বিদগ্ধ স্মৃতি।

গ 'রসুলের দেশে' গল্পের মুহাম্মদ ইবনে ওহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের সাথে উদ্দীপকের 'ক' এর মিল পাওয়া যায়।

ইবরাহিম খাঁ রচিত 'রসুলের দেশে' গল্পটিতে মুসলমানদের শৌর্য বীর্য ও দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে ভয়াবহ অজ্ঞতা, অন্ধকার ও অনাচার চলতে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পৃথিবীতে আগমন ঘটে হযরত মুহাম্মদ (স)–এর। তাঁর আহ্বানে ইসলামের ছায়াতলে এসে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত জ্বলে ভাস্বর হয়ে ওঠে। তারপর আবার নেমে আসে অন্ধকার। ঠিক সেই সময় মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক পথে নিয়ে আসতে এবং ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে আপোষ না করতে আন্দোলন শুরব করেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব।

রচনার এ আন্দোলনের সাথে উদ্দীপকের আন্দোলনের মিল রয়েছে। নন্দীপুর এলাকার 'ক' নামক ব্যক্তি দেখলেন এলাকার মুসলমানরা বিভিন্ন অন্ধকার ও অনাচারে নিমজ্জিত। তাই তাদের সঠিক পথে অর্থাৎ ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে আন্দোলন শুরব করেন যা রচনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ও 'রসুলের দেশে' গল্পের মূল সুর ইসলামের সংস্কার সংস্কার– মন্তব্যটি সঠিক।

'রসুল দেশে' রচনায় দেখা যায়, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে আবির্ভূত হন শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি সংস্কার চালিয়ে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটান। তারপর আবারো অধঃপতন দেখা দিলে মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব মানুষকে ইসলামের পথে আসার আহ্বান জানান।

আবদুল ওহহাব ঘোষণা করেন যা ইসলামবিরোধী তার সাথে আপস নেই। এখানে মূল বিষয় হলো ইসলামের সংস্কার। উদ্দীপকেও এই সংস্কারের দিকটিই ফুটে উঠেছে। নন্দীপুর এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ ভণ্ডামি, গোড়ামি, শোষণ ও নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এ অবস্থায় এ এলাকায় 'ক' নামক ব্যক্তি মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে ইসলামের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন শুরব করেন। উদ্দীপক এবং মূল রচনার উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের সংস্কারের বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও 'রসুলের দেশে' গল্পের মূল সুর ইসলামের সংস্কার।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২ অন্যায় ও শোষণের বিরবদ্ধে সংগ্রাম

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে– এ কথা সকলের জানা থাকলেও কজনই বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে? যুগে যুগে অনেক আন্দোলন হয়েছে, যেখানে অনেক মানুষের জীবন দিতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের অধঃপতন থেকে মুক্তির জন্য অন্যায় ও শোষণের বিরবদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তারাই সফলতা পেয়েছে।

ক. আরব কোন জাতিসমূহের লালন ভূমি? ১

খ. জেদ্দায় গিয়ে লেখকের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রসুলের দেশে' গল্পের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'মানুষের অধঃপতন থেকে মুক্তির জন্য অন্যায় ও শোষণের বিরবদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তারাই সফলতা পেয়েছে।'– উদ্দীপক ও 'রসুলের দেশে' গল্পের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরব সেমেটিক জাতিসমূহের লালন ভূমি।

খ জেদ্দায় এসে তাঁর মনের অনুভূতি অন্যরকম মোহনীয়তায় ভরে উঠেছে।

লেখকের মনের জগতে শুধুই জেগে উঠেছে দূর–দূরান্তের হরেক রকম রোমাঞ্চকর স্বপ্ন, কল্প–কাহিনি ও ব্যথা–বিদগ্ধ স্মৃতি। শৈশব থেকে তিনি জেদ্দার নাম শুনেছেন তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিলেন।

Xclusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ রসুলের দেশ গল্পের স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ রসুলের দেশ গল্পের মূল বক্তব্য মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন– ৩ প্রতিটি ধর্মের কিছু ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন

ছোটবেলা থেকেই সজলের ইরান সম্পর্কে রয়েছে অপার কৌতূহল। ইরান নিয়ে নিজের মনে সে অজস্র স্বপ্ন এঁকেছে। একদিন সে সত্যিই ইরান গিয়ে উপস্থিত হলো এবং সেখানে গিয়ে নিজেকে তার ধন্য মনে হলো। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল। এমন পবিত্র জায়গায় যেতে পেরে সে তার জীবনের বড় পাওয়া মনে করল। সজল আফসোস করল, কত মানুষ সারাজীবন এখানে আসার বাসনা মনে পুষেও আসতে পারে না।

ক. ইবরাহীম খাঁ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. আবদুল আজিজকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সিফাতের সঙ্গে 'রসুলের দেশে' ভ্রমণকাহিনীর লেখকের সাদৃশ্য নিরূ পণ কর। ৩

ঘ. নিজ ধর্মের ঐতিহাসিক স্থানগুলো প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত পবিত্র– মন্তব্যটি উদ্দীপক এবং 'রসুলের দেশে' ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে বিশেরষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবরাহীম খাঁ ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ আবদুল আজিজ কারবালা ও মক্কার অনেকগুলো মাজার ভেঙে ফেললে তাঁর এই ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে একজন শিয়া তাঁকে হত্যা করেন।

আবদুল আজিজ বীরত্ব সহকারে তাঁর রাজ্যের সীমা অনেক প্রসারিত করেন। তুর্ক প্রভুরা এতে অসুন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দমন করতে লোকলস্কর পাঠান। তাদের আক্রমণের জবাবে আবদুল আজিজ কারবালা ও মক্কা দখল করে সেখানকার অনেক মাজার ধ্বংস করে ফেলেন ও বহু পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন লুট করেন। তাঁর এই আচরণের জন্যে একজন শিয়া দারিয়ার এক মসজিদে হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন।

Xclusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ 'রসুলের দেশ' ভ্রমণ কাহিনির স্বরূ প তুলে ধর।

ঘ 'রসুলের দেশ' ভ্রমণ কাহিনির আরবের ঐতিহাসিক স্থানের তাৎপর্য বিশেরষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ হজযাত্রীরা জাহাজ থেকে নামে কোথায়?
উত্তর : হজযাত্রীরা জাহাজ থেকে নামে জেদ্দায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের জন্মস্থান মধ্য আরবের অন্তর্গত আযাইনাতে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ হযরত ঈসার কম-সে-কম কত বছর আগে আরবে এক বিরাট সভ্যতা ছিল?
উত্তর : হযরত ঈসার কম-সে-কম হাজার বছর আগে আরবে এক বিরাট সভ্যতা ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ শিয়রে বসে জান কবজ করে কে?
উত্তর : শিয়রে বসে জান কবজ করে আজরাইল।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ আব্দুল ওহ্হাব কার কাছে আশ্রয় পেলেন?
উত্তর : আব্দুল ওহ্হাব দারিয়ার আমির ইব্নে সউদের কাছে আশ্রয় পেলেন।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আব্দুল ওহ্হাবের আহ্বানে কোন জাতি দলে দলে এসে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করল?
উত্তর : আব্দুল ওহ্হাবের আহ্বানে বেদুঈন জাতি দলে দলে এসে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করল।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ আরব দেশের একটি শাখা কোথায় উপনিবেশ স্থাপন করে?
উত্তর : আরব দেশের একটি শাখা ব্যাবিলনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইবনে সউদ কীভাবে মধ্য ও পূর্ব আরবে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন?
উত্তর : রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে আব্দুল ওহ্হাব দারিয়ার আমির ইবনে সউদের কাছে আশ্রয় নিয়ে মধ্য ও পূর্ব আরবে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আব্দুল ওহ্হাব এর আহ্বানে দলে দলে বেদুঈন এসে তাঁর সংস্কারপন্থি ধর্মমত গ্রহণ করতে থাকে। মুহম্মদ ইব্নে সউদ তাদের সমর শিক্ষা দিয়ে নতুন সৈন্যদল গঠন করেন। এই নবগঠিত সৈন্যদলের সাহায্যে মুহম্মদ ইব্নে সউদ সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আরবে তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ অনেক হজযাত্রীরা মক্কা মদিনা জিয়ারত করার আগে মারা যায় কেন?
উত্তর : রসুলের দেশে পদার্পণ করে ইসলামি ভাবাবেগের আতিশয্যে এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে অনেক হজযাত্রী জিয়ারত করার আগে মারা যান।
দেশ-বিদেশ থেকে লাখ লাখ মুসলমান সৌদি আরব যায় মক্কা মদিনা জিয়ারত করতে। রসুলুল্লাহর দেশে গিয়ে সকলের মন আকুল হয়ে ওঠে। উত্তেজনার আতিশয্যে অনেক দুর্বল যাত্রী মক্কা মদিনা জিয়ারত করার আগেই জেদ্দায় মারা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কেমন করে অচিরেই সৌদি আরব ধনী দেশে পরিণত হবে?
উত্তর : বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ায় সৌদি আরব অচিরেই ধনী দেশে পরিণত হবে।
একসময় হজ উপলৰে যে আয় হতো সেটিই সৌদি আরবের প্রধান সম্পদ ছিল। কিন্তু এখন আবিষ্কৃত তেল সম্পদই তাদের প্রধান সম্পদে পরিণত হয়েছে। তার ওপর স্বর্ণ খনিও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বলা যায়, নব নব আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদই ০০০সৌদি আরবকে অচিরেই ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ হযরত মুহম্মদ (স.)-কে মরবসূর্য বলা হয় কেন?
উত্তর : সৌদি আরবে অনাচার জুলুম প্রতিহত করে মুক্তির বাণী এনেছিলেন বলেই হজরত মুহম্মদ (স.)-কে মরবসূর্য বলা হয়।
খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অন্ধকার, বল্গাহীন অনাচার আর জুলুম। তখন আরবে মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মুহাম্মদ (স.)। নতুন আলোকের পরশে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত ভাস্বর হয়ে ওঠে। তাই হজরত মুহাম্মদ (স.)-কে মরবসূর্য বলা হয়েছে।